বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়নে (টিএফএসএফ) বিনিয়োগে সহায়তা

প্রকল্প প্রস্তাব আহবান

২০২১

Unlocking Public and Private Finance for the Poor

প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইউএনসিডিএফ) বিশ্বের ৪৬ টি স্বল্পোন্নত দেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় অর্থায়নের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য কাজ করে। ইউএনসিডিএফ বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে অর্থায়নের মডেল যোগায়।

স্থানীয় বিনিয়োগ, মূলধন ও আর্থিক সহায়তা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং টেকসই উন্নয়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত উন্নয়ন ও মূলধনের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে ইউএনসিডিএফ। গৃহস্থ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের জন্য অর্থায়নের কার্যকারিতা জোরদারের মাধ্যমে ইউএনসিডিএফ দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক এসডিজি ১ এবং বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কিত এসডিজি ১৭ অর্জনে অবদান রাখছে। বাদ পড়ে যাওয়া এবং অভিগম্যতা না থাকার সমস্যাগুলোর মোকাবেলার জন্য অর্থায়নের উদ্ভাবনী মডেলগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে ইউএনসিডিএফ বেশ কয়েকটি এসডিজি বাস্তবায়নে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (৪ কোটি মানুষ) খাদ্য নিরাপত্তাহীন। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ তীব্র ক্ষুধাপীড়িত। জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও মারাত্মকভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন এবং অপুষ্টির শিকার। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান ক্ষুধার কারণে মানুষ অপুষ্টির শিকার হচ্ছে, এবং তাদের স্বাস্থ্যের ওপর নানা ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। করোনা, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মার মতো অনেক মারাত্মক রোগের থেকেও ক্ষুধার সমস্যা অনেক বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগ-শোকে ভোগার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বে প্রায় একশ কোটি মানুষ রয়েছে যারা প্রায়ই ক্ষুধার্ত থাকে। তাদের অধিকাংশই নারী। অপুষ্টির রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব। জীবনের প্রথম এক হাজার দিনের মধ্যে পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত শিশুদের অনেক সময় শারীরিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে কম থাকে। তবে নারীর ক্ষমতায়ন অর্জিত হলে অপুষ্টি কমতে পারে।

গুণগত ও পরিমাণগত মান এবং সময়মত ফসলকাটাসহ উন্নতমানের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে উৎপাদন , শস্য সংগ্রহ এবং বিপণনকে এগিয়ে নিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগ দেওয়া খুব জরুরি। কৃষি খাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সময় বাঁচানো এবং

আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী কৌশল ও সরঞ্জাম ব্যবহার এবং কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান/সংস্থাগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা তাতে সহায়তা করে আসছে। এসকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের অনেকগুলো বিভিন্ন সাফল্য দেখিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তারা হয়তো টেকসই অর্জন দেখাবে। এখানে যে প্রকল্প প্রস্তাবের আহ্বান করা হচ্ছে তাতে খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারার মতো সম্ভাবনাময় প্রস্তাবগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে ইউএনসিডিএফ তিন বছর মেয়াদী 'খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়ন'-এ বিনিয়োগ নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো, কৃষিভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগের স্থিতিশীলতা জোরদারের মাধ্যমে পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নত করা, বাজারমূল্যে শৃঙ্খলা আনা, কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবসা গড়ে তোলার ভিত্তি শক্তিশালী করা।

মিশ্র আর্থিক কৌশলে ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিকাশের একটি নিবেদিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষিজ মূল্য সংযোজন/কৃষি প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত এসএমইগুলোর জন্য সুলভ মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধার ওপর নজর দিতেই ইউএনসিডিএফ এ প্রস্তাব আহ্বান করছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়ন (টিএফএসএফ) এর বিনিয়োগ সুবিধার আওতা ও এর প্রতি সহায়তা

রূপান্তরমূলক খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়নের পরিকল্পনাটি করা হয়েছে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে। উদ্যোগের জন্য অনুদান, ফেরতযোগ্য অনুদান, ঋণ বা গ্যারান্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের সব জেলায় মূল্য সংযোজনমূলক কৃষি প্রকল্পে সাশ্রয়ী মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের সুবিধা প্রদানই এর লক্ষ্য।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়ন (টিএফএসএফ) এর সুবিধার কাঠামোটির মধ্যে রয়েছে মিশ্র অর্থায়নের ব্যবস্থা। এর মধ্যে থাকবে ব্যবসার বিকাশ, প্রকল্প তৈরি ও আর্থিক সেবার বিশেষ মিশেল। কারিগরী সেবাদাতা সংস্থা/সহযোগী/পরামর্শদাতা সংস্থা, কৃষি বিষয়ক ইনস্টিটিউট, ব্যবসায়ী সমিতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাতের ব্যবসা উন্নয়ন সংস্থা এবং বিশেষ করে মূলধন উন্নয়ন তহবিল (ইউএনসিডিএফ) সহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে যুক্ত করে উন্নয়ন এবং ব্যবসার এ বহুখাতভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্রকল্প প্রস্তাব আহবান (কল ফর প্রপোজাল-সিএফপি)

খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়ন (টিএফএসএফ) প্রকল্পের আওতায় এই সিএফপি-র মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য উদ্ভাবনী প্রস্তাব আহবান করা হচ্ছে। এসব প্রস্তাবের ফোকাস হতে হবে কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, পুষ্টি, জলবায়ু সংবেদনশীল কৃষি, সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদন, যথাযথ খাদ্য মূল্য, ফসল কাটা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তি, বিপণন, বিতরণ, সুষ্ঠু মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অন্য যে কোন কৃষিভিত্তিক মূল্য সংযোজন প্রকল্প।

স্থানীয় ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষ করে নারী ও তরুণ-যুবকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন এবং স্থানীয় উন্নয়নের জন্য এলাকার উপকারভোগীদের কাজে লাগানোর মতো কৃষি পণ্য ভ্যালু চেইন প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রতিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করবে এমন প্রস্তাবও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। অন্যান্য উদ্ভাবনী কৃষিমূলক কার্যক্রমও বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে।

প্রকল্প প্রস্তাবকারীদেরকে টিএফএসএফ বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় যেসব সহায়তা দেওয়া হবে

১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সেবা- ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রস্তাব তৈরিতে সহায়তা এবং কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২) প্রকল্প প্রস্তুত এবং উন্নয়ন বিষয়ক সেবা-প্রকল্প প্রস্তুতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কারিগরী প্রকল্প উন্নয়ন এবং অর্থায়ন সহায়তা (যেমন, প্রকল্পের উন্নততর ডকুমেন্টেশন, নিয়মনিষ্ঠ কাজ ও যথাযথ আর্থিক কাঠামো তৈরি), প্রকল্পের বিনিয়োগ রুপরেখা/নথি প্রস্তুত করা, কারিগরি সহায়তা মঞ্জুরি প্রদান, ঋণ বৃদ্ধি ও গ্যারান্টি প্রদান।

৩) আর্থিক সেবা–প্রকল্প প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীদের সংযোগ করিয়ে দেওয়া।

৪) স্বীকৃত কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ।

কর্মএলাকা

খাদ্য নিরাপত্তা অর্থায়ন (টিএফএসএফ) বিনিয়োগ সুবিধার প্রকল্পের আওতা সারা বাংলাদেশ

যোগ্যতার শর্ত এবং বিনিয়োগ/তহবিলের আকার

ক) অর্থায়নের আকার

- মূলধন ব্যয় প্রকল্প প্রস্তাবের মোট বাজেটের কমপক্ষে ৭৫% বা তার বেশি হতে হবে।
- প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় হলে নন-ক্যাপিটাল ব্যয় সর্বোচ্চ ২৫% পর্যন্ত হতে পারবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের আকার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগ/আর্থিক সহায়তার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৪২,৫০০০০ টাকা থেকে ৪২,৫০,০০,০০ টাকা (৫০০০০ মার্কিন ডলার থেকে ৫০০০০০ ডলার) পর্যন্ত।

খ) খাত

সবুজ ও জলজ উভয় ধরনের খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

গ) প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পুঁজিঘন
- কার্যকর বলে প্রমাণিত প্রযুক্তির ব্যবহার
- ভৌত ও আর্থিক বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার উপযোগিতা

উদ্যোগের আয় বাণিজ্যিকভাবে যৌক্তিক। প্রকল্প পরিচালনার বিভিন্ন ব্যয় ও ঋণের ব্যয় (যদি থাকে) পরিশোধের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া বিনিয়োগকারীদের

ঘ) ব্যবহৃত প্রযুক্তি

- জৈব খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
- কৃষিবনায়ন এবং কার্বন সিঙ্ক প্রযুক্তি
- প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/প্রযুক্তি

- খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া
- বহনযোগ্য প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকেজিং ইউনিট
- মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকেজিং ইউনিট
- ভ্রাম্যমান মজুদ ব্যবস্থা এবং শস্য শুকানো ও মজুদ উভয়ের সম্মিলিত ব্যবস্থাসহ কার্যকর মজুদ ব্যবস্থা।
- কার্যকর কোল্ড চেইন প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা
- পণ্য হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়াকরণ ও মজুদ ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ

ঙ) আবেদনকারী/উন্নয়ন সংস্থার যোগ্যতা

- আবেদনকারী/সংস্থাকে অবশ্যই আইনগতভাবে নিবন্ধিত সংস্থা/উদ্যোগ/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হতে হবে
- কমপক্ষে তিন বছরের সফল ব্যবসার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
- বাজারে পণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। বাজারে পণ্যের চাহিদা থাকতে হবে।
- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- অংশীদারদের সঙ্গে মিলে প্রকল্প তৈরি ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি দায়িত্বশীল থাকতে হবে, মধ্যবর্তী নয়।
- প্রতিষ্ঠানকে স্থিতিশীল হতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে তা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার মতো পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে।
- যে ধরনের প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা চাওয়া হচ্ছে তার সমান কঠিন ও আকারের কাজ বাস্তবায়ন করার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে।
- নিজের অর্থ থেকে বা সহযোগীদের নিয়ে প্রকল্পের বাজেটের মোট অর্থের কমপক্ষে ৫০-৬০% নির্বাহ করতে সক্ষম হতে হবে।
- যে সম্পদের ওপর প্রকল্প দাঁড়াবে তার ওপর মালিকানা বা লাভজনক কাজে তা ব্যবহারের অধিকার থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে হবে।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে শিশুশ্রম কিংবা বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবহার বা তা বরদাশ্ত করা হবে না।

চ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

১) স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি গড়ে তোলা

- স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণগতমান উন্নত করা
- স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতার উন্নয়ন করা
- স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ চেইনে নারী ও যুবকদের অবস্থার উন্নয়ন করা

২. স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রভাব

- স্থানীয়ভাবে সঞ্চিত অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি করা
- পরিবারিক আয় বৃদ্ধি করা
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রাথমিক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি
- স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সহনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি

৩. রূপান্তরমূলক প্রভাব

- স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি
- নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ
- সামাজিক এবং পরিবেশের উপর কোন প্রতিকূল প্রভাব না পড়া
- স্থানীয় আর্থিক ক্ষেত্রে জোরদার অবদান রাখা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

ছ) প্রকল্পের আবেদনকারীর শেয়ারের পরিমাণ

প্রকল্পের মালিক/সংস্থার শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক, যা বিভিন্ন আকারে বা পন্থায় হতে পারে (যেমন জমি, গাছ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি, কেবল নগদ টাকায় নয়)। অতি সহজ জামানতের আলোকে এই শর্তের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। যদি এই শেয়ার কোন ভৌত সম্পদ বা পূর্ববর্তী কার্যকলাপের ফলস্বরূপ উৎপন্ন পণ্যের আকারে হয়ে তাহলে আবেদনকারীকে প্রকল্পের জন্য এই সম্পদের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণের পাশাপাশি অবশ্যই এর মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

জ) অনুমোদিত ব্যয়

প্রকল্পের তহবিলটি প্রধানত মূলধন হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। তবে মূল ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করা গেলে অ-মূলধন খাতের জন্যও তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঝ) প্রকল্পের জন্য আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহীরা নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন:

১) প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন কৌশল, পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা, ব্যবসার খরচ, তহবিলের কাঠামো, তহবিলের উৎস (ইকুইটি, ব্যাংকের অর্থায়ন, অনুদান, সিএসআর তহবিল) ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব (পাঁচ পৃষ্ঠার বেশি নয়), প্রয়োজনীয় কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণ সনদ ও কাগজপত্রসহ (১. ব্যবসায়িক সার্টিফিকেট/ বা ট্রেড লাইসেন্স, ২. বর্তমান ক্রেতার তালিকা ৩. বর্তমান কর্মীদের তালিকা এবং অর্গানোগ্রাম ৪. গত তিন বছরের ব্যালেন্স শিট) ইত্যাদি অবশ্যই ই-মেইলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

জমা দেওয়ার ইমেইল: asim.karmakar@uncdf.org

হার্ড কপি আকারে অথবা ডাকযোগে পাঠানো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

২) প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে এবং সঠিক নথিপত্র ইমেইলে সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত প্রস্তাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।

৩) প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ইমেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

৫) প্রতি প্রতিষ্ঠান ও প্রতি প্রস্তাবের জন্য শুধু একটি আবেদনই গ্রহণ করা হবে।

৬) প্রস্তাবে কোন উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বা বড় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে।

ঝ) গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

১. প্রস্তাবের ভাষা: প্রকল্প প্রস্তাব বাংলা ভাষায় অথবা ইংরেজিতে জমা দিতে হবে।

২. **জমা দেওয়ার জন্য সময়সীমা: প্রকল্প প্রস্তাব আগামী 15 ডিসেম্বর, ২০২১ ইং তারিখ বিকেল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে (বাংলাদেশ সময়) জমা দিতে হবে।**

৩. মনে রাখবেন: যে সকল প্রস্তাব নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইমেইলের মাধ্যমে জমা হবে না সেসব আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

৪. নিশ্চিত করুন: সব প্রয়োজনীয় নথি এক ইমেইলেই পাঠাতে হবে। সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না পাঠানো হলে প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না। ইমেইল পাঠানোর আগে ফাইলের আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।

৫. জিজ্ঞাসা: আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও কোন প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে এই ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: asim.karmakar@uncdf.org ইমেইলের বিষয়ের জায়গায় লিখুন: “INQUIRY”

৬. সতর্কতা: আবেদনকারীরা যেন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেতে সহায়তা পাওয়ার আশ্বাসে কোন ব্যক্তি/পরামর্শককে কোন ফি বা কমিশন না দেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

১. জনাব অসীম কর্মকার, সমন্বয়কারী, ইউএনসিডিএফ, বাংলাদেশ।
ইমেইল: asim.karmakar@uncdf.org

আর্থিক প্রস্তাব

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলোকে পরে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবগুলো পাঠানোর আহ্বান জানানো হবে।